কালিপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়
বাঘডোগরা, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ • উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত

নীতিদর্শন সংক্রান্ত উচ্চতর গবেষণা প্রবন্ধ

উপযোগিতাবাদ

(Utilitarianism)

পরিনামবাদী সুখবাদ, সর্বাধিক সুখের নীতি এবং আধুনিক নৈতিক বিতর্কের একটি সমালোচনামূলক তাত্ত্বিক মূল্যায়ন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:	**কালিপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়**
বিভাগ:	**দর্শন বিভাগ (Department of Philosophy)**
প্রস্তুতকারক:	**বিবেকানন্দ হোড় (Vivekananda Hore)**
পাঠ্য বিষয়:	**নীতিদর্শন ও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা**

অ্যাকাডেমিক মনোগ্রাফ সিরিজ

উপযোগিতাবাদ: তাত্ত্বিক ভিত্তি, বিবর্তন ও সমালোচনামূলক সমীক্ষা

পাশ্চাত্য নীতিদর্শনের ইতিহাসে যে সমস্ত নৈতিক মতবাদ মানবচিন্তা, আইনশাস্ত্র ও সামাজিক সংস্কারকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে, তাদের মধ্যে **উপযোগিতাবাদ (Utilitarianism)** অন্যতম প্রধান ও প্রভাবশালী দর্শন। উপযোগিতাবাদ হলো একটি পরিণামবাদী (Consequentialist) এবং লক্ষ্যমুখী (Teleological) আদর্শনিষ্ঠ নৈতিক তত্ত্ব। এই মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য হলো—কোনো কর্মের নৈতিক ভালোত্ব বা মন্দত্ব, উচিতত্ব বা অনুচিতত্ব কোনো দৈব অনুশাসন বা অমূর্ত নিয়মের ওপর নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে সেই কর্মের দ্বারা উৎপন্ন ফলাফলের ওপর। সহজ কথায়, যে কর্মের দ্বারা সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জীবনে সর্বাধিক পরিমাণ সুখ, আনন্দ বা কল্যাণ সাধিত হয় এবং দুঃখ লাঘব হয়, সেই কর্মই নৈতিকভাবে সৎ বা উচিত। উপযোগিতাবাদ নৈতিকতাকে অন্ধ অলৌকিক অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করে বাস্তব কল্যাণ ও মানবকল্যাণের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে।

১. উপযোগিতাবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি ও মৌলিক স্তম্ভসমূহ

উপযোগিতাবাদের মূল সুর—কর্মের ফলাফলই তার মূল্যের মাপকাঠি—অতি প্রাচীনকাল থেকেই দর্শনে বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন গ্রিক দর্শনে অ্যারিস্টিপাস এবং এপিকিউরাস সুখকেই জীবনের পরম কল্যাণ বলে ঘোষণা করেছিলেন। তবে প্রাচীন গ্রিক সুখবাদ ছিল মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রীক বা আত্মসুখবাদ (Egoistic Hedonism), যেখানে ব্যক্তি কেবল নিজের মনের প্রশান্তি অর্জনে ব্যাপৃত থাকত। এর বিপরীতে আধুনিক উপযোগিতাবাদ ব্যক্তিবিশেষের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে সমাজের সমস্ত মানুষের সার্বিক সুখ বা কল্যাণকে পরম মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে, যা পরার্থমূলক সুখবাদ (Altruistic Hedonism) নামে পরিচিত।

অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তির (Enlightenment) যুগে রিচার্ড কাম্বারল্যান্ড, ফ্রান্সিস হাচিসন, ডেভিড হিউম প্রমুখের চিন্তায় উপযোগিতাবাদের বীজ উপ্ত হয়েছিল। ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস হাচিসন সর্বপ্রথম সেই অবিস্মরণীয় নীতিবাক্যটি উচ্চারণ করেন: "*That action is best, which procures the greatest happiness for the greatest numbers*" (সেই কাজই সর্বোত্তম, যা সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ আনয়ন করে)। এই নীতি পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আইনসংস্কারক ও দার্শনিক জেরেমি বেন্থামের হাতে পূর্ণাঙ্গ ও বিধিবদ্ধ দর্শনের রূপ পরিগ্রহ করে।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নিরিখে উপযোগিতাবাদ প্রধানত তিনটি অবিচ্ছেদ্য দার্শনিক স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত:

1. **পরিণামবাদ (Consequentialism):** কোনো কর্ম বা সংকল্প স্বভাবতই নিজের গুণে ভালো বা মন্দ নয়। মিথ্যা বলা বা সত্য কথা বলা—কোনোটিই নিঃশর্তভাবে সৎ বা অসৎ হতে পারে না; তাদের পরিণামে কী ফল উৎপন্ন হলো, তার আলোকেই তাদের নৈতিক মূল্য নির্ধারিত হয়।
2. **সুখবাদ বা কল্যাণবাদ (Hedonism / Welfarism):** উপযোগিতাবাদের দৃষ্টিতে মহাবিশ্বের একমাত্র স্বতঃমূল্যবান (Intrinsically Valuable) বস্তু হলো 'সুখ' বা 'আনন্দ', এবং একমাত্র পরম অনিষ্ট হলো 'দুঃখ' বা 'বেদনা'। ন্যায়, সত্য, সৌন্দর্য বা জ্ঞান—এগুলি সবই পরম কল্যাণ নয়, বরং সুখ উৎপাদনের মূল্যবান মাধ্যম মাত্র।
3. **নিরপেক্ষতা ও সর্বজনীন সমতা (Impartiality):** নৈতিক মূল্যায়নে প্রত্যেকের সুখকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। বেন্থামের বিখ্যাত সূত্র: "*Each to count for one, and none for more than one*" (প্রত্যেকেই এক হিসেবে গণ্য হবে, কেউ একের বেশি বলে বিবেচিত হবে না)। এই নিরপেক্ষতার কারণে বর্ণ, ধর্ম, জাতি বা পারিবারিক সম্পর্ক নির্বিশেষে সকলের সুখ সমান ওজন লাভ করে।

২. জেরেমি বেন্থাম এবং পরিমাণগত উপযোগিতাবাদ (Quantitative Hedonism)

জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮–১৮৩২) তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ '*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*' (১৭৮৯)-এ উপযোগিতাবাদের প্রথম সুসংবদ্ধ রূপরেখা প্রস্তুত করেন। বেন্থাম তাঁর নৈতিক দর্শনের সূচনা করেছেন এক বাস্তব মনস্তাত্ত্বিক সত্য দিয়ে:

> "প্রকৃতি মানবজাতিকে দুটি সার্বভৌম প্রভুর শাসনাধীনে স্থাপন করেছে—দুঃখ এবং সুখ। আমরা কী করব তা যেমন এই দুটি নির্ধারণ করে, তেমনি আমাদের কী করা উচিত তাও এদের দ্বারাই নির্দেশিত হয়। একদিকে ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ড, অন্যদিকে কার্যকারণের শৃঙ্খল—উভয়ই এদের সিংহাসনের সাথে আবদ্ধ।"

বেন্থামের মতে, মানুষের সমস্ত কাজকর্মের মূল লক্ষ্য সুখলাভ এবং দুঃখ পরিহার করা। সুতরাং নৈতিকতার একমাত্র মানদণ্ড হলো উপযোগিতার নীতি (Principle of Utility)। বেন্থামের সুখবাদ সম্পূর্ণভাবে **পরিমাণগত (Quantitative)**। তাঁর মতে, সকল সুখের প্রকৃতি মূলত এক; তাদের মধ্যে গুণগত বা জাতগত কোনো ভেদাভেদ নেই। তীব্রতা ও স্থায়িত্ব সমান হলে একটি সাধারণ গ্রাম্য খেলাধুলো (Push-pin) এবং উচ্চাঙ্গের কাব্যচর্চা বা সংগীতের মধ্যে নৈতিক মূল্যের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই।

সুখের পরিমাণকে বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক নির্ভুলতায় পরিমাপ করার জন্য বেন্থাম একটি অভিনব পদ্ধতি প্রণয়ন করেন, যাকে **সুখগণনক বা সুখপরিমাপক পদ্ধতি (Hedonistic / Felicific Calculus)** বলা হয়। কোনো কর্মের দ্বারা উৎপন্ন সুখের পরিমাণ নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি সাতটি মানদণ্ড বা মাত্রার (Dimensions) উল্লেখ করেছেন:

- **তীব্রতা (Intensity):** সুখটি কতখানি গভীর ও তীব্র?
- **স্থায়িত্ব (Duration):** সুখের অনুভূতিটি কতক্ষণ স্থায়ী হবে?
- **নিশ্চয়তা (Certainty or Uncertainty):** কাজটি থেকে সুখ উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু নিশ্চিত?
- **নিকটবর্তীতা বা দূরবর্তীতা (Propinquity or Remoteness):** কর্মটির পর সুখ কত দ্রুত অনুভূত হবে, নাকি তা সুদূর ভবিষ্যতে ঘটবে?
- **উৎপাদনশীলতা বা ফলপ্রসূতা (Fecundity):** এই সুখটি ভবিষ্যতে আরও একই ধরনের সুখ উৎপন্ন করতে পারবে কি না?
- **বিশুদ্ধতা (Purity):** এই সুখটির সাথে কোনো আনুষঙ্গিক দুঃখ বা বেদনার মিশ্রণ রয়েছে কি না?
- **ব্যাপ্তি (Extent):** কাজটি দ্বারা কত সংখ্যক ব্যক্তি বা জীব প্রভাবিত হচ্ছে?

বেন্থাম বিশ্বাস করতেন যে, এই পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে কোনো আইন প্রণয়ন বা সামাজিক কর্মের শুভাশুভ গাণিতিকভাবে যোগ-বিয়োগ করে নির্ণয় করা সম্ভব, যা সমাজের সংস্কারে এক নির্ভুল নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

৩. জন স্টুয়ার্ট মিল এবং গুণগত উপযোগিতাবাদ (Qualitative Utilitarianism)

বেন্থামের পরিমাণগত সুখবাদ সমাজে এবং বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। দার্শনিক টমাস কার্লাইল একে কটাক্ষ করে বলেন এটি হলো একটি "শূকরের দর্শন" (*Pig Philosophy*)। সমালোচকরা বলেন, সুখের কেবল পরিমাণ দেখলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনা, জ্ঞানানুশীলন ও ত্যাগের মহিমাকে অবমূল্যায়ন করা হয় এবং মানুষকে পশুর সমান স্তরে নামিয়ে আনা হয়।

বেন্থামের পরম স্নেহাস্পদ শিষ্য জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬–১৮৭৩) তাঁর দিকনির্দেশক গ্রন্থ '*Utilitarianism*' (১৮৬১)-এ উপযোগিতাবাদকে এই অপবাদের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং একে এক মার্জিত ও গভীর রূপ দান করেন। মিল বেন্থামের উপযোগিতার মূল ভিত্তি মেনে নিয়েও একটি বৈপ্লবিক সংশোধন আনেন: **সুখের পার্থক্য কেবল পরিমাণে নয়, গুণেও বটে**।

মিল সুখকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—উচ্চতর সুখ (Higher Pleasures) এবং নিম্নতর সুখ (Lower Pleasures)। দৈহিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, আহার-বিহার ও পাশবিক কামনার সুখ হলো নিম্নতর সুখ। অপরদিকে বুদ্ধি, সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞানচর্চা, পরোপকার এবং নৈতিক সদ্গুণ চর্চাজনিত আত্মতৃপ্তি হলো উচ্চতর সুখ। উচ্চতর সুখের গুণগত উৎকর্ষ এত বেশি যে, তা সামান্য হলেও বিপুল পরিমাণ পাশবিক ইন্দ্রিয়সুখের চেয়ে সহস্রগুণে শ্রেয়। এই সত্য প্রমাণের জন্য মিল তাঁর বিখ্যাত **অভিজ্ঞ বিচারকের নীতি (Competent Judges)** উপস্থাপন করেন:

> "দুটি সুখের মধ্যে যদি এমন একটি সুখ থাকে, যার উভয়টির স্বাদ গ্রহণ করেছেন এমন সব বিচারক বা প্রায় সকল বিচারকই দ্বিধাহীনভাবে একটিকে অগ্রাধিকার দেন, তবে সেটিই অধিকতর আকাঙ্ক্ষিত সুখ... একজন তৃপ্ত শূকর হওয়ার চেয়ে একজন অতৃপ্ত মানুষ হওয়া অনেক শ্রেয়; একজন তৃপ্ত মূর্খ হওয়ার চেয়ে একজন অতৃপ্ত সক্রেটিস হওয়া অনেক ভালো। আর যদি সেই মূর্খ বা শূকর এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে, তবে তার কারণ হলো তারা বিষয়ের কেবল নিজেদের দিকটিই জানে, অন্য দিকটি জানে না।"

মিল নৈতিক বাধ্যবাধকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের (আইনের ভয়, সামাজিক নিন্দা বা ঈশ্বরের শাস্তি) পাশাপাশি **অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ (Internal Sanction)** বা বিবেকের নির্দেশের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। মিলের মতে, মানুষের স্বভাবের মধ্যেই এক সহজাত সহানুভূতি ও সামাজিক প্রবৃত্তি রয়েছে, যা মানুষকে সমষ্টিগত কল্যাণের সাথে নিজের মঙ্গলকে একীভূত করতে উদ্বুদ্ধ করে।

তুলনার ক্ষেত্র	জেরেমি বেন্থাম	জন স্টুয়ার্ট মিল
সুখের প্রকৃতি	কেবলমাত্র পরিমাণগত (Quantitative); সকল সুখের প্রকৃতি এক।	পরিমাণ ও গুণ উভয়গত (Qualitative); বৌদ্ধিক ও মানসিক সুখ শ্রেষ্ঠ।
সুখ পরিমাপের উপায়	গাণিতিক সুখগণনক পদ্ধতি (Felicific Calculus)।	উভয় সুখের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোগ্য বিচারকদের মতামত।
মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা	স্বার্থান্ধ আত্মসুখকামী, যাকে বাহ্যিক শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে হয়।	সহজাত সামাজিক সহানুভূতিসম্পন্ন জীব, যার মধ্যে পরার্থপরতার বীজ বিদ্যমান।
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি	আইনকেন্দ্রিক, যান্ত্রিক ও সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।	মানবতাবাদী, উদার ও নীতিগত উৎকর্ষমুখী দৃষ্টিভঙ্গি।

৪. হেনরি সিজউইক এবং যুক্তিনির্ভর স্বজ্ঞামূলক উপযোগিতাবাদ

ক্লাসিক্যাল উপযোগিতাবাদের তৃতীয় প্রধান রূপকার হলেন কেমব্রিজের দার্শনিক হেনরি সিজউইক (১৮৩৮–১৯০০)। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ '*The Methods of Ethics*' (১৮৭৪)-এ তিনি দেখান যে, মানুষ মনস্তাত্ত্বিকভাবে সুখ চায় (Is) বলেই যে তার সর্বজনীন সুখের সাধনা করা উচিত (Ought)—এই যুক্তি যৌক্তিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ। কোনো বস্তুনিষ্ঠ সত্য থেকে সরাসরি আদর্শনিষ্ঠ কর্তব্যের নিগমন সম্ভব নয়।

সিজউইক প্রমাণ করেন যে, উপযোগিতাবাদকে সফল করতে হলে তাকে বুদ্ধির মৌলিক স্বজ্ঞার (Rational Intuition) ওপর দাঁড় করাতে হবে। তিনি তিনটি স্বতঃসিদ্ধ যুক্তিসিদ্ধ নীতির কথা বলেছেন:

- **ন্যায়বিচারের নীতি (Principle of Justice):** অনুরূপ পরিস্থিতিতে কোনো আচরণ যদি একজনের জন্য ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে তা সকলের জন্যই সমান ন্যায়সঙ্গত হতে হবে।
- **আত্মহিত বা দূরদর্শিতার নীতি (Principle of Prudence):** নিজের জীবনের ক্ষেত্রে বর্তমানের ক্ষণিক সুখের চেয়ে ভবিষ্যতের স্থায়ী মঙ্গল অধিকতর মূল্যবান।
- **যুক্তিসঙ্গত পরার্থপরতার নীতি (Principle of Rational Benevolence):** সমগ্র মহাবিশ্বের বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমার ব্যক্তিগত সুখ যেমন মূল্যবান, ঠিক তেমনই অপর যে কোনো ব্যক্তির সুখও সমভাবে মূল্যবান। সুতরাং যুক্তিবাদী মানুষ সর্বদা সার্বিক কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকবে।

৫. আধুনিক বিবর্তন: কর্ম-উপযোগিতাবাদ বনাম নিয়ম-উপযোগিতাবাদ

বিংশ শতাব্দীতে উপযোগিতাবাদের প্রয়োগপদ্ধতিকে কেন্দ্র করে নীতিদর্শনে দুটি সুনির্দিষ্ট ধারা আত্মপ্রকাশ করে:

ক. কর্ম-উপযোগিতাবাদ (*Act Utilitarianism*)

দার্শনিক জে. জে. সি. স্মার্ট প্রমুখের দ্বারা সমর্থিত এই মতে, প্রতিটি পৃথক ক্রিয়া সম্পাদনের সময় তার সম্ভাব্য ফলাফল প্রত্যক্ষভাবে গণনা করতে হবে। যে বিশেষ কাজটি সেই বিশেষ মুহূর্তে সর্বাধিক সুখ আনয়ন করবে, তাই সম্পাদন করা কর্তব্য। এখানে প্রথাগত নৈতিক নিয়মাবলী (যেমন "মিথ্যা বোলো না") কেবল অনুমানের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে যদি মিথ্যা বললে বেশি মানুষের জীবন রক্ষা পায় ও সার্বিক কল্যাণ হয়, তবে মিথ্যা বলাই নৈতিকভাবে কাম্য।

খ. নিয়ম-উপযোগিতাবাদ (*Rule Utilitarianism*)

রিচার্ড ব্র্যান্ডট প্রমুখ দার্শনিকরা নিয়ম-উপযোগিতাবাদের পক্ষে সওয়াল করেন। তাঁদের মতে, কোনো একক ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ পরিণাম না দেখে একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে তা বিবেচনা করা উচিত। অর্থাৎ, সমাজ যদি কোনো নিয়মকে (যেমন—সর্বদা সত্য কথা বলা বা প্রতিশ্রুতি পালন করা) সাধারণ বিধান হিসেবে মান্য করে, তবে সমাজে শৃঙ্খলা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও সার্বিক কল্যাণ সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। তাই সংকটমুহূর্তেও সাধারণ নিয়মটি ভঙ্গ করা অনুচিত; কারণ নিয়মটি রক্ষিত হলেই সমাজে দীর্ঘমেয়াদী শুভ বা উপযোগিতা সংরক্ষিত হয়।

৬. উপযোগিতাবাদের সমকালীন নতুন রূপ: অগ্রাধিকার ও নেতিবাচক উপযোগিতাবাদ

আধুনিক দার্শনিক চিন্তাভাবনায় উপযোগিতাবাদ সুখের সংকীর্ণ মানসিক সীমানা ছাড়িয়ে আরও সম্প্রসারিত হয়েছে:

- **অগ্রাধিকারমূলক উপযোগিতাবাদ (Preference Utilitarianism):** পিটার সিঙ্গার এবং আর. এম. হেয়ার প্রমুখের মতে, সুখ কোনো মানসিক অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ব্যক্তির সচেতন পছন্দ, আগ্রহ ও সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল। যে কর্ম সকল সংশ্লিষ্ট সচেতন সত্তার স্বাধীন ইচ্ছার সন্তুষ্টিকে সর্বাধিক পূরণ করে, তাই উচিত কর্ম। পিটার সিঙ্গার এই নীতির ভিত্তিতে ইতর প্রাণীদেরও নৈতিক পরিমণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্বজুড়ে প্রাণী অধিকার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন।
- **নেতিবাচক উপযোগিতাবাদ (Negative Utilitarianism):** কার্ল পপার প্রমুখ মনে করেন, সুখ বাড়ানোর চেয়ে বিশ্ব থেকে অপ্রয়োজনীয় দুঃখ, যন্ত্রণা ও বঞ্চনা কমানোর নৈতিক তাগিদ মানুষের অনেক বেশি। ক্ষণিক আনন্দ উৎপাদনের চেয়ে ক্ষুধার্ত ও আর্তের অবর্ণনীয় বেদনা দূর করাই মানবজাতির প্রধান দায়িত্ব।

৭. উপযোগিতাবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি ও সমালোচনা

অত্যন্ত জনপ্রিয় ও যুক্তিগ্রাহ্য দর্শন হওয়া সত্ত্বেও উপযোগিতাবাদ গভীর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে:

1. **ন্যায্য বিচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা:** কান্টপন্থী ও অধিকারবাদী দার্শনিকদের মতে, উপযোগিতাবাদ ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা ও মর্যাদাকে সমষ্টির বলিদানে বলি দিতে দ্বিধা করে না। উদাহরণস্বরূপ, দাঙ্গা থামানোর জন্য যদি পুলিশ কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে বলির পাঁঠা বানিয়ে ফাঁসি দেয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে সমাজের বহু মানুষের শান্তি ফিরে এলেও সেই কাজ চরম অন্যায়। উপযোগিতাবাদ মানুষের ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার করে তাকে নিছক উপযোগিতা উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করে বলে জন রলস্ অভিযোগ করেছেন।
2. **অতিরিক্ত দাবিদারিতা (Demandingness Objection):** দার্শনিক বার্নার্ড উইলিয়ামস যুক্তি দেন যে, যদি প্রতি মুহূর্তে বিশ্বকল্যাণের কথা ভেবে কাজ করতে হয়, তবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, নিজস্ব স্বপ্ন ও পারিবারিক স্নেহবন্ধন অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রতিটি পয়সা খরচ করার আগে বিশ্ব দারিদ্র্যের কথা ভাবলে মানুষের স্বাভাবিক মানবিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।
3. **ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা:** কর্মের ভবিষ্যৎ ফলাফল গণনা করা প্রায় অসম্ভব। মানুষ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নয়; তাই দূরবর্তী যুগে একটি কাজের প্রভাব কোথায় গিয়ে থামবে, তা হিসাব করে বর্তমান কর্মের মূল্যায়ন করা বাস্তব ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুরূহ।

৮. ব্যবহারিক গুরুত্ব ও উপসংহার

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আধুনিক পৃথিবীতে রাষ্ট্রশাসন, অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ, জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি এবং গণতান্ত্রিক আইন প্রণয়নে উপযোগিতাবাদের মতো কার্যকরী দিকনির্দেশক আর দ্বিতীয়টি নেই। উপযোগিতাবাদ সমাজকে শিখিয়েছে যে, প্রাচীন সংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাসের কারণে কোনো আইন চিরস্থায়ী হতে পারে না; আইনের একমাত্র সার্থকতা হলো মানুষের দুঃখ নিবারণ ও জীবনের উৎকর্ষ সাধন। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State), কারাগার সংস্কার, সার্বজনীন স্বাস্থ্যবীমা এবং পরিবেশ সুরক্ষার প্রতিটি মহান পদক্ষেপে উপযোগিতাবাদের মানবতাবাদী দর্শনের বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়েছে।

উপসংহার ও সারসংক্ষেপ: উপযোগিতাবাদ হলো মানবিক মমত্ববোধ ও বাস্তববুদ্ধির এক অপূর্ব সমন্বয়। একক ব্যক্তির অধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের মানদণ্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করে উপযোগিতাবাদকে যদি প্রয়োগ করা যায়, তবে তা মানবজাতিকে শোষণমুক্ত, ন্যায়পরায়ণ এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে চিরকাল দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও আকর সূত্র:

১. Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. 1789.

২. Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. Longmans, Green, and Co., London, 1871.

৩. Sidgwick, Henry. *The Methods of Ethics*. Macmillan and Co., London, 1874.

৪. সেনগুপ্ত, ড. প্রমোদবন্ধু. নীতিবিজ্ঞান. ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা।

৫. মিত্র, ড. সমরেন্দ্রনাথ. নীতিবিদ্যা. শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা।

৬. দর্শন বিভাগ, কালিপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয় (Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya), বাঘডোগরা, পশ্চিমবঙ্গ।